জোনাকি

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

শ্রাবণ ১৪২৬ :: জুলাই - আগস্ট ২০১৯

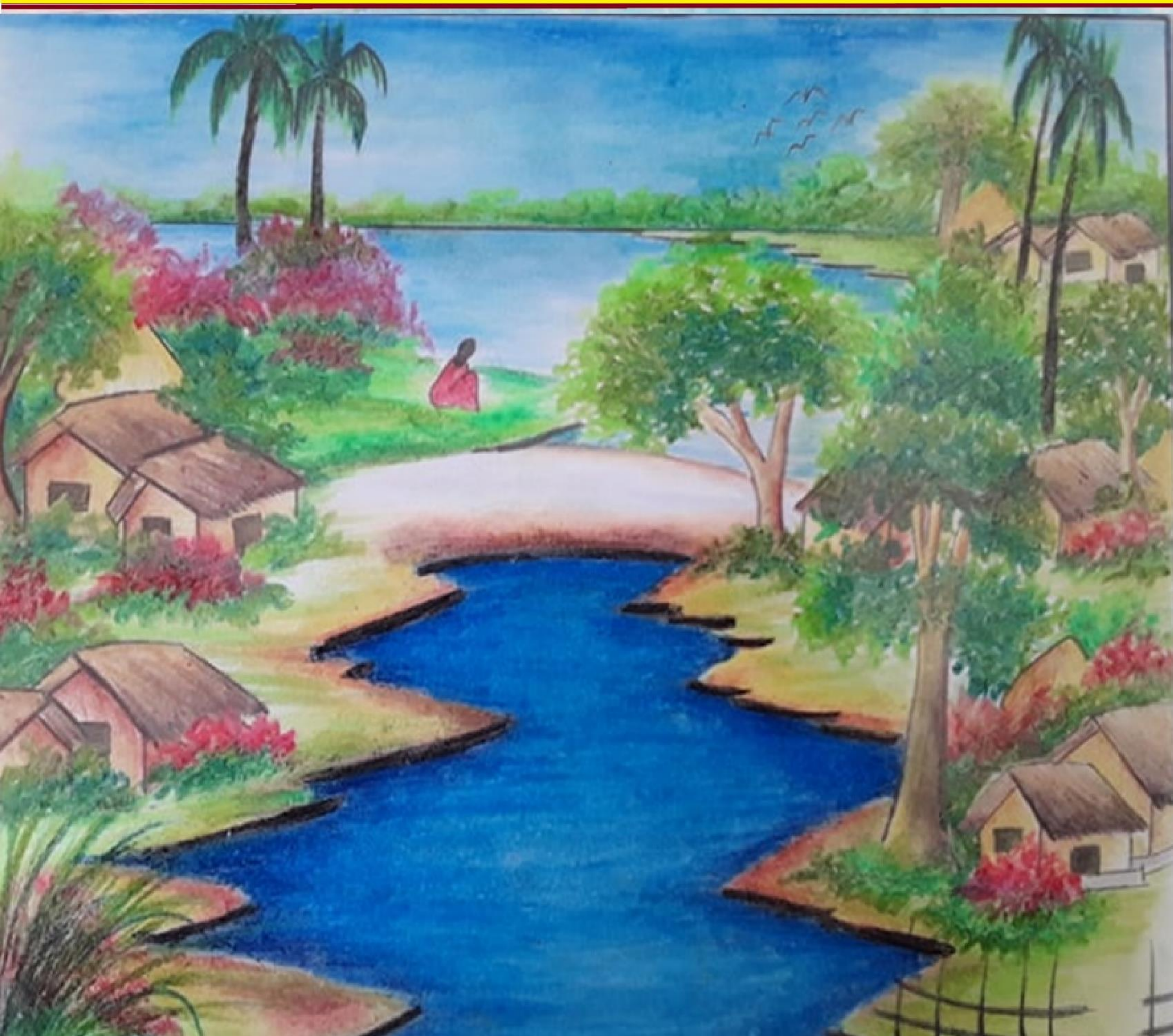

মোংলা, বাগেরহাট, বাংলাদেশ

জোনাকি

সাহিত্য ই-পত্রিকা
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
শ্রাবণ ১৪২৬ :: জুলাই - আগস্ট ২০১৯

কপিরাইট © জোনাকি, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সম্পাদনা

ড. অনুপ মজুমদার

সহযোগিতা

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

ই-মেইল
Jonaki.mongla@gmail.com

মোংলা, বাগেরহাট, বাংলাদেশ

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।

বলাকা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

জোনাকি ই-পত্রিকার ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা এটি – আমাদের অনিচ্ছায় লেখার সংকট দেখা দেয়ায় বেশ একটু দেরিতে প্রকাশিত হলো। তার যাদের লেখা পেয়েছি তাদের সকলের প্রতি আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

এবারে তেমন নতুন কিছু বলার আছে মনে করছি না। জোনাকির উদ্দেশ্য ছিল মোংলা-রামপাল অঞ্চলে সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ সৃষ্টি করা এবং এই অঞ্চলের সাহিত্যানুরাগীদের লেখা প্রকাশ করে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা। আশার কথা মোংলায় সাহিত্য চর্চার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আশারাখছি এই সব নবীন কবি-সাহিত্যকদের মধ্য থেকে অনেকেই একদিন সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নিজস্ব অবদানে   বাংলাভাষকে সমৃদ্ধ করবে।

মোংলা-রামপালের অঞ্চলের বাইরেও আমরা জোনাকি-র পরিমন্ডল বিস্তৃত করতে চেয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা বাইরের অনেকের লেখা ও সহযোগিতা পেয়েছি - বাইরের থেকে যারা লেখা পাঠিয়েছেন তাদের সকলের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশারাখছি আগামীতেও সকলে লেখা পাঠিয়ে আমাদের বাধিত করবেন।

আমাদের ইচ্ছা আছে এই ই-পত্রিকাটিকে নিয়মিত ও একদিন এর প্রিন্ট ভার্সনও প্রকাশ করতে পারব। অনিয়মিত হলেও তিন বছর সময় ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছ, সে জন্য আমরা আশাবাদী যে আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবে।

জোনাকির এবারের সংখ্যায় নানা বিষয় ও অভিব্যক্তির লেখা স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের লেখা - "শিক্ষার্থীদের পাতা"য় - আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছ। মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নরেশ চন্দ্র হালদার নিজে উৎসাহী হয়ে বেশ কিছু শিক্ষার্থীদেরকে লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সে সব লেখা পাঠিয়েছেন জোনাকিতে প্রকাশের জন্য। ড. অজিত কুমার কর ও আলোকচিত্র শিল্পী সুভাষ বিশ্বাস শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি পাঠিয়েছেন - সৃষ্টিকর্মে এমনিভাবে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য কৃতজ্ঞতা ও বিশেষ স্বীকৃতি জানাচ্ছি তাদের সবাইকে। আশাকরছি অন্যরাও – বিশেষত অন্যান্য স্কুল-কলজের শিক্ষকেরা আগামীতে এগিয়ে আসবেন শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এবং তাদের লেখা ও সৃষ্টিকর্ম জোনাকিতে প্রকাশের জন্য পাঠাতে।

জোনাকিতে এবার যাদের লেখা ও ছবি প্রকাশিত হলো তাদের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সবাইকে। লেখকদের প্রতি অনুরোধ ও আবেদন রইল আপনারা আগামী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করুন। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পত্রিকাটির প্রকাশে অবদান রেখেছে তাদের সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা রাখছি সবাই আগামীতে এগিয়ে আসবেন সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে।

সবশেষে, আগের মতই আমাদের আয়োজন সহজ, প্রয়াস খুবই সরল এবং আবেদন অত্যন্ত আন্তরিক – সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সবাইকে সাহিত্য চর্চায় এবং সৃষ্টিশীলতায় অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলা। জোনাকি এই ব্রত সফল হোক, শুভ হোক ও দীর্ঘ হোক তার পথ চলা, বরাবরের মত সেই কামনা আমাদের।

সূচিপত্র

কবিতা

দীপায়ন রায় মল্লিক * অমিলের কাব্য * ১
জয়শ্রী কর * ও মাধবী * ২
অনিমেষ বিশ্বাস * স্বপ্নের শহর * ৩
প্রদীপ নন্দী * কুসুম রাঙ্গা শান্তি * ৪
কল্লোল সিং * আমি পৃথিবীর সন্তান * ৪
তমাল ব্যানার্জি * বিবেক অশ্রু * ৫
যোষেফ হাজরা * প্রাণ আমার সূর্য আমার * ৭
সুমিত্র দত্ত রায় * মাত্রা * ৮
পারমিতা ব্যানার্জি * কেয়া পাতার নৌকো * ৮
আজিজ মোড়ল * স্বপ্ন * ৯
অনুপ মজুমদার * সেতু * ১১
সুলতানা জাহান রত্না (রিতু) * নীলকন্ঠ ফুল * ১২
আফরোজা হীরা * পারিস কি বল * ১৯
অজিত কুমার কর * ঝরনায় সন্ধ্যাস্নান * ১৯
জে আর এ্যাগ্নেস * বাদল মাখা দিন * ২০
দীপক রায় * শুধুই স্মৃতি * ২০
শেখ মোঃ সাইফুল্লাহ * তুমিই আমার প্রিয়া * ২১
আসমা আক্তার কাজল * ভালোবাসা * ২১
মহানন্দ বিশ্বাস * সে কথা কি কেউ ভোলে * ২২
সত্যজিৎ রায় মজুমদার * হাতের লেখা বাংলা খাতা * ২৪
মৃনালকান্তি দত্ত * আদর্শ * ২৫
নরেন্দ্র ব্রহ্ম বৈরাগী * নিরালয় * ২৫
হারুন-অর-রশীদ খান * খোদা বকসের জেবান বেত্তান্ত * ২৬
জয়ন্তী মন্ডল * বাংলাদেশের চাষী * ২৭
সুলতানা আক্তার বিথী * মা ও ছোট্টবেলা * ২৭
সাজ্জাদ হোসেন * অনামিকা * ৩০

গল্প/প্রবন্ধ/কাহিনী

সুবোধ চন্দ্র মন্ডল * মাটির গন্ধ * ৬
শ্যামল বিশ্বাস * ফুলের মেয়ে * ১৩
নরেশ চন্দ্র হালদার * বিপর্যস্ত পরিবেশঃ লোনা জলে সোনা * ২৭

ছবি

সুভাষ বিশ্বাস * সেতু * ১০
প্রদীপ নন্দী * মাটি কাটা * ১৮

শিক্ষার্থীদের পাতা

কবিতা

শামিয়া আক্তার * সৎ কাজ * ৩১
মুক্তা আক্তার * আত্ম শুদ্ধি * ৩১
ইলমা আক্তার পূর্ণিমা * বাংলা আমার প্রাণ * ৩২
সমিয়া আফরিণ পুষ্পি * মা * ৩২
জান্নাতুল নাইস ইভা * ফুলের সুবাস * ৩৩
স্বর্ণা আক্তার * আমার স্কুল * ৩৩
মনিরা আক্তার * বৈশাখ এলো * ৩৩
আসমানি * আমার মা * ৩৪
চাঁদনী আক্তার * মাতৃভুমি * ৩৪

ছবি

আদৃতা খাঁড়া * পক্ষী জুটি * ৩৫
প্রিয়াশা ভৌমিক * পিকনিক * ৩৫
তীর্থ মন্ডল * গায়ের পথ * ৩৬
ঐশী আক্তার * ঘুড়ি * ৩৬
মুসফিকা রহমান মাহি * পদ্মফুল * ৩৭
রোষান * গ্রাম * ৩৭
সাইমা আক্তার * সূর্যোদয় * ৩৮
ঐশী * বাঘ * ৩৮

বিবিধ

বিজ্ঞাপন * ৩৯
আহ্বান * ৪০

প্রচ্ছদ ছবি

খালের পাশে গ্রাম, শিল্পী – রাইসা আফরিন, ৮ম শ্রেণি, সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়, মোংলা

অমিলের কাব্য

■ **দীপায়ন রায় মল্লিক**

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকায়
কথা বলে ওঠে কাব্য।
আর কাব্যের ডাকে সাড়া দিতে
গানের সুরে ভাসে আরও কাব্য।
মিল হয়না, মিল পায় না, তবু বলি কাব্য।
এতো অমিলের ভীড়ে মিশে
হারিয়ে যাওয়াও কি কাব্য নয়?

বিন্দু বিন্দু জলকণা এদিক ওদিক করে
মিলেমিশে একাকার হয় -
জলে জলে তার গভীরতা প্রাপ্তির
কাব্যময়তাও যে অবাক বিস্ময়!
সে জলের শ্রান্তিহীন স্পর্শে প্রচন্ড শিলাখণ্ডের
যে তিল তিল ক্ষয় সেও কি কাব্য নয়?
মেলে রাখা চোখেও কি দেখে না তারা
অমিল, অপ্রাপ্তির যাদের এতো ভয়?

হারিয়ে যাওয়াই যে কাব্য, আর কাব্যই তো হারায়।
আবার হঠাৎ চলতি পথে দেখা,
আবার কেউ তাকে হঠাৎ করেই খুঁজে পায়।
হারিয়ে কোথায় গেলো? হারিয়ে কি আর যায়?
খুঁজে তো পাওয়াই গেলো,
খুঁজেই পাওয়া যায়।
অনেক জলের গভীরে,
শিলাখন্ডের যেমন তিল তিল ক্ষয় -
মিলের ছেঁড়া কাব্য, অমিলে আশ্রয়।

ও মাধবী

■ জয়শ্রী কর

আমার লাগানো মাধবীলতায় প্রথম ধরেছে কুঁড়ি
লাগিয়েছিলাম শ্রাবণের প্রাতে উঠোনের মাটি খুঁড়ি।
শুধায় আমারে মুখপানে চেয়ে, 'এসেছি এ কোনখানে
জানিনে তো আমি কী বা প্রয়োজন' পশিল আমার কানে।

এনেছি তোমারে বহুদূর থেকে ছিলে তুমি পথপাশে
সযতনে আমি এনেছি তুলিয়া সে এক শ্রাবণ মাসে।
তরতর করে উঠে গেলে তুমি অপরাজিতার গায়ে
একসাথে আছো দু'বোনের মতো দোল খাও মৃদু বায়ে।

বরষা মুখর দিনে নবকলি ফুটিল তোমার ডালে
শীতল সমীরে চকিত হাসিতে টোল পড়ে তব গালে।
অপরাজিতাও ফুটেছে আজিকে খুশির দোলাতে দুলি
পরাণ জুড়ায় মনে মনে হাসি দেখি রোজ কোলাকুলি।

শুধায় আমারে, 'এ জগৎ মাঝে লেগেছি কি কোনো কাজে
একদিন পরে লুটাবো মাটিতে মলিন হইবে গা-যে।'
রাখিব তোমায় পূজার বেদিতে পরাবো মায়ের গলে
অবশেষে তুমি শুকাবে যখন ভেসে যাবে নদীজলে।

স্বপ্নের শহর

■ অনিমেশ বিশ্বাস

এই শ্রাবণ তোর শহরে
এই শ্রাবণ তোর মননে,
রাস্তা নদী স্রোতস্বিনী;
ভাসলো ম্যানহোল, ডুবলো চাকা।
গঙ্গা যেন নয় এত গভীর,
দূষণ গরল প্রবাহিনী।
এই শ্রাবণ ঘুরে ফিরে
এই শ্রাবণ বারে বারে,
ভাসায় ডোবায় নিত্যই রোজ
সময় হারায়, গতি নিখোঁজ,
জীবন ভীষণ বিষাদাগার
ক্লেদে কাঁদায় মিলেমিশে একাকার,
এ আমার স্বপ্নের শহর।
ধুলো, কাঁদাজল, জ্যামে ঘামে,
নিত্যই জেরবার দৈনন্দিন
জীবন যাপন নিতান্তই অকৃত্রিম,
নিঃশ্বাস ভারি, অসন্তোষ অবহেলা হয় জমা।
তারারা লুকায়, আকাশ ঢাকা, নিয়নে নিরুপমা,
তবু আমার এই শহর শাশ্বত তিলোত্তমা।

কুসুম রাঙ্গা শান্তি

■ প্রদীপ নন্দী

ভোরের সকাল স্নিগ্ধ বাতায়নে
দেখ চেয়ে কি অপরূপ লাগে যে মনে।

পুব আকাশে কুসুম রাঙ্গা শান্তির আগমন
ডাকিছে কে দেখ চেয়ে ভরে দুনয়ন।
পাখিদের কলতানে   কোকিলের কুহু গানে
পুষ্প বরণে তাই ফোটে কাননে।
ভোরের সকাল স্নিগ্ধ বাতায়নে
দেখ চেয়ে কি অপরূপ লাগে যে মনে।

পুব আকাশে কুসুম রাঙা শান্তির আগমন
মেলে আঁখি দেখ চেয়ে নতুন ভুবন।
ডাকিছে সে ভালবেসে   দেখ চেয়ে কাছে এসে
যন্ত্রণা ভুলে চেয়ে আমার পানে।
ভোরের সকাল স্নিগ্ধ বাতায়নে
দেখ চেয়ে কি অপরূপ লাগে যে মনে।

আমি পৃথিবীর সন্তান

■ কল্লোল সিং

আমার কোনো জাত নেই, নেই ধর্ম, মানচিত্র দেয়ালে আটকানো বর্ণ
আমি পৃথিবীর সন্তান!

আমি মাংস নই, হৃদপিণ্ড
ছলকে উঠা শিরা উপশিরায় আমি প্রকান্ড অনুভূতি ভরা ব্রহ্মান্ড।

আমি জন্মাব বারংবার
শুধু পলি মাটি, লোনা জল স্যাঁতস্যাঁতে রাস্তায়
দোয়েল পাখি তোর সুরেলা কন্ঠে গান শুনবার জন্য।

বিবেক অশ্রু

■ তমাল ব্যানার্জি

ধরনীর বুক ছেড়ে চলে যাব একদিন...
যাবার বেলায় বড় জ্বালা এই বুকে!
দেখেছি আমি সোনালী ধানে রক্তের ছাপ।
তবু কেন মনে এই বাসনা জাগে,
শত সহস্র বছর পরে, আবার আসি ফিরে।

আলপথে পাকা ধানের ঘ্রাণে জুড়াই প্রাণ।
পূর্ণিমার রাতে লক্ষ্মী পেঁচা,
তখনও কি থাকবে বসে?
সহস্র বছর পরে শঙ্খচিল হয়ত
ডানা মেলে উড়ে গেছে বহুদূরে!
ঘাসফড়িং কি থাকবে অপেক্ষাতে?

জানি না তবুও কেন ফিরতে চায় মন...
তখনও কি ঘর্মাক্ত কপাল মুছিয়ে দেবে তোমার স্নিগ্ধ আঁচল!
এত শোভা, প্রেম, ভালোবাসায়
কোথা থেকে এলো বিদ্বেষ হিংসা?
সোনালী ধানে আজ রক্তের দাগ...
সহস্র বছর ধরে বিবেক অশ্রু জলে সে দাগ মুছে দিও বন্ধু!

উচাটন মন, উতলা প্রতিক্ষণ;
ফিরে পেতে চায় ভালোবাসা।
যদি আসি...
হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, খ্রিস্টান নয়,
নাম ধরে ডেকো আমায়।
আমি তোমাদেরই একজন...

এই যে চোখে ঘুম এলো আমার................।

মাটির গন্ধ

■ সুবোধ চন্দ্র মন্ডল

একটি মেয়েকে বৃষ্টির দিনে বাড়ীর সামনে থেকে ভিজে যাওয়ার হাত হতে রেহাই পেতে বাড়ীতে ডেকে এনেছিলাম। সেইদিন থেকে আমি তার বৃষ্টি বাবা হয়ে গেছি। কদিন আগে আমি তার একটি চিঠি পেলাম শহর থেকে। সে লিখেছে -

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে যে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিল, গাঁয়ের আম, জাম আর বাঁশ ঝাড়ের ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছিল সে কি কোনদিন ভেবেছিল যে তার দু-চোখের স্বপ্ন গুলোকে হত্যা করে ঐ ভাঙ্গা পুতুল গুলোকে ফেলে জীবন জীবিকার টানে শহরে চলে আসবে। সবাইকে ছেড়ে আসতে তাকে তার কষ্টের মূল্য অনেক দিতে হলো। আজ সময়ের পরিবর্তনের চাকায় ঘুর্ণায়মান ছোট ছোট রাগ অভিমান এবং সেই পুতুল গুলো কিন্তু তাকে অনেক ভাবায়। দুঃখ একটাই এখন সব মানুষ গুলোকে দেখি নিজস্ব পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরের ভাড়া বাড়ীতে গতানুগতিক যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে আছি একই চাকার ঘূর্ণিতে। পিছনে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। কিন্তু একবার ছেড়ে এলে একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় তা কিন্তু আমি মনে করি না। কেউ মানুক আর না মানুক ভালবেসে সত্যিই বুক ভরে যায় একমাত্র সেই স্থানে যেখানে প্রকৃতির ভালোবাসা, ভালোবাসা নিজের অন্তরের মধ্যে। বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা সেই গোপন চাবিগোছাটা প্রকৃতির কাছে সমর্পন করা কী যে আনন্দ তা কি কথায় প্রকাশ করা যায় কখনো? তাইতো অনেক অভিমান ব্যথা সহ্য করেও বার বার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে তার কাছে - যে আমার জন্ম-গ্রাম, আমার মাতৃভূমি।

কেন বারবার আসতে ইচ্ছে করে এ প্রশ্ন তুমি করতেই পারো, উত্তরে আমি বলবো মাটির গন্ধে। মাটিতে জন্ম নিলাম, মাটি তাই রক্তে মিশেছে। এই গ্রাম বাংলার মাটির গন্ধ আমাকে ঘ্রাণ নিতে শিখিয়েছে বিচিত্র সুবাস। আমার ঠোঁটে জাগিয়েছে ভাষা। ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের কানাকানি আমাকে ভালবাসার প্রথম শপথ-পাঠ শিখিয়েছে। মনের বিকাশ ঘটিয়েছে বিকশিত ফুল আর রঙিন কুসুম কুসুম সকাল। তাই তোমায় ভুলি কেমনে? কী ছলনে, কী যতনে তুমি ছড়িয়েছো সোনা সোনা রোদমাখা সকালবেলা। রূপসী রাতে দুধসাদা জোছনার আলপনা শহরে কোথায় পাবো? কোথায় আমার চোখ জুড়াবে নরম ঘাসের ডগায় শিশিরের মুক্ত বিন্দু? পদ্ম, শালুক, শাপলা ভরা কাজলা দীঘি, সবুজ ধানক্ষেতে বাতাসের ফিসফিসানি সে কি সহজে ভোলা যায়?

জীবনের অনেক পাওয়া-না পাওয়া অপূর্ণ রয়ে গেল। অনেক দেখা অদেখা রয়ে গেল। কিন্তু অনেক ভালোবাসা দেওয়ার ছিল, তা দিতেই তো বারবার আসা। এ ভালোবাসাবাসি, এত আপনজন, সুখের সংসার ছেড়ে থাকতে মনও টেকে না। জন্মান্তরবাদ সত্য কিনা জানি না, কিন্তু তার কাছে নিবেদন - ধন মান ঐশ্বর্যে আমার লোভ নেই, শুধু বারবার মানুষ হয়ে আসতে চাই গ্রাম বাংলার এই ধুলিকনায়। জন্ম থাকুক, মৃত্যুও থাকুক – জন্মমৃত্যুই হোক চলমান জীবন।

প্রাণ আমার সূর্য আমার

■ যোষেফ হাজরা

মন আমার ঘাসফুলের পিঠে রং মেখে ঘোরে ঘাস ফড়িং হয়ে,
সবুজের সমাজে অবুঝ হৃদয় উদাসীন বাতাসের গান গেয়ে।
শরতের শেষে একপাল তুলো ওড়া কাঁশ ফুলে করে মেঘের রচনা,
শুভ্র তারার মতো ফোটা সবুজ গালিচার ফুলে রাখে কল্পনা উন্মনা।

প্রাণ আমার আলোর স্রোত ভরে নিশ্বাসে নেয় নোনা দক্ষিণা বায়ু,
সাগরের সম্পদ-সংকট আঁকড়ে ধরে বুকে পরশে ওঠে পরম আয়ু।
কখনো বাঁধন ছিঁড়ে সে কোথায় উড়াল দেয় কালবৈশাখীর টানে,
মেঘমল্লার রাগে ঝঙ্কার দিয়ে বিকায় বাণী তানপুরার সপ্ত সুধা তানে।

সূর্য আমার নিবিড় হয়ে মাঝির নৌকায় সাথে করে লুকোচুরি খেলা,
শেষ বিকেলের সিঁথি রাঙা সিঁদূর জলে রংধনুর রঙের মেলা,
ঝিরঝির ধীর বরষার মেলে দেয় স্বর্গের সাঁকো- না বুঝে কোন মানে,
কখনও পশুর নদীর জলে ভিজায় পা বা নেয়ে ওঠে অমোঘ শ্রাবণে।

এ তনু আমার জলের দোদুলে ভাসা নীল কমলের সিক্ত স্বাধীন কড়ি,
প্রাণ-মন সূর্যের দীপ্ত আশীষ দানে হয়েছে উড্ডীন ইচ্ছে ঘুড়ি।
সোনালি স্বপ্ন আকাশ থেকে ছুটে আসে রঙিন চোখের তাঁরায়,
পারিজাতের সৌরভ ঢালা, সেজুঁতির আলো মেশা, অবাক জোৎস্নায়।

অরুণ তুমি তরুণ তুমি, করুণ তারও চেয়ে
হাসির দেশে তুমি যেন বিষাদ লোকের মেয়ে
তুমি ইন্দ্র সভায় মৌন বীণা, নীরব নূপুর।

– কাজী নজরুল ইসলাম

মাত্রা

■ সুমিত্র দত্ত রায়

সব দেখা কখনোই দেখা নয়,
দেখা হলে কেউ আর একা নয়।
সব সোজা কখনোই সোজা নয়,
মাঝে মাঝে কিছু সোজা বাঁকা হয়।

সব পথ কখনো তো পথ নয়,
কিছু পথে অকারণে ঘোরা হয়।
সব কথা কখনোই কথা নয়,
কিছু কথা বুঝলেই বোঝা হয়।

সব স্বাদ কখনোই স্বাদ নয়,
বিস্বাদও জীবনেরই স্বাদ রয়।
মাত্রা যে কখন যাবে সীমানায়,
অসময়ে তাকে খোঁজা বড় দায়।

কেয়া পাতার নৌকো

■ পারমিতা ব্যানার্জি

শূন্যতা গ্রাস করে সীমান্ত রেখা।
অনিবার্য ঝড়ের মুখে ভালবাসার গান।
একটা একটা চাবি ঘুরিয়ে
দিশা হাতড়ে চলা!
কত কিছু হারিয়ে যায় কালের গর্ভে...

পুরোনো কান্না আঁকড়ে
বাঁচতে চায় সজীবতা।
কিছু হারিয়ে কিছু পাওয়া...
এই তো জীবন কাহিনী!
কোদাল দিয়ে ছেঁচে তোলা
ঝুড়ি ভর্তি বাঁচার রসদ।
শুধু স্বাদ নেবে বলে
নিশ্চিত রসনার অপেক্ষা।

সজাগ চৌকিদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে...
'ঐ চোর, ঐ চোর'!!!

স্বপ্ন

■ আজিজ মোড়ল

স্বপ্ন আমাকে ছিঁড়ছে
কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলছে,
আমি শব্দ করতেও পারছি না,
স্বপ্ন আমার সব শব্দ গ্রাস করছে!

আমার এক স্বপ্ন অন্য আরেক স্বপ্নে লুটিয়ে পড়ছে,
আমি কান পেতে শুনছি,
কিন্তু কোথায় আমার কান?

আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুরে কুরে ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বপ্ন,
আমার লোমকূপগুলো খুলে যাচ্ছে ঘুরণস্রোতে---
আমি টেরও পাচ্ছি না কোন রন্ধ্রে আমার নিঃশ্বাস?

কতো স্বপ্ন জমে যাচ্ছে বরফের মতো,
কতো স্বপ্ন ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে-বাতাসে ---

দিন যাচ্ছে এমনি করে। রাতও চলে যাচ্ছে।
সকালে স্বপ্নের গায়ে লবণ ছিটিয়ে চলছে নাস্তা,
স্বপ্নের কাছে ঋণী থেকে,
আমি দুর্ভাগা ধরছি নিরাশার রাস্তা!

ফিরে ফিরে দেখছি আমার ব্যর্থতার উদ্যান,
কোথায় আজ সেই তরু, যে করবে ছায়াদান?

সেতু (ফটোগ্রাফী)
আলোকচিত্র শিল্পী – সুভাষ বিশ্বাস

সেতু

■ অনুপ মজুমদার

এপার হতে ওপারেতে যাওয়া-আসার স্বর্ণ সেতু
বুক পেতেছে মহাকালে বিশ্বলোকের মিলন হেতু।
অতীত কালের কিরণ আসি জ্বালায় আলো প্রদীপ শিখায়
আশার স্বপন ছড়িয়ে দেয় লক্ষ কোটি তারায় মেলায়।

ছুটে আসে মেঘের ছায়া ওপার যাবে অনেক আশা
উপর হতে আকাশ দেখে মাটির কোলের ভালোবাসা।
এ পারেতে লাউয়ের ডগা, ও পারে ফোটে জিঙ্গে ফুল
সারা দিনের আসা-যাওয়ায় ভেদ ভুলে মিলেছে দুই কুল।

সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-চাঁদ সকল ভাসে আলোর বানে
ছোট্ট মোদের এই সেতুটি সবাইকে সে বাঁধে প্রাণে।
কে গিয়েছে কবে চলে ফিরবে আবার কোন কালে
সেই আশাতে আছে বসে হৃদয় মেলে ভাটির খালে।

হলুদ বাঁটিছে হলুদ বরণী মেয়ে,
হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনী গড়াইছে পাটা বেয়ে।
ডোল-ভরা ধান, কোল ভরা শিশু, বুক-ভরা মিঠে গান,
কোকিল ডাকান আম্র ছায়ায় পাতার কুটীর খান;
চাঁদিনী রাতের জোছনা আসিয়া গড়ায় বেড়ার ফাঁকে
কৃষাণ কন্ঠে বাঁশীটি বাজিয়া আকাশেতে প্রীতি আঁকে।

হলুদ বাঁটিছে মেয়ে – জসীমউদ্দীন

নীলকন্ঠ ফুল

■ সুলতানা জাহান রত্না (রিতু)

নীলকুরিঞ্জী সুদৃশ্য পাহাড়,
সুবিশাল সমুদ্র, সুবিন্যস্ত পরিবেশ,
জীবন শক্তির কাছে হেরে যাওয়া বিচিত্র বেশি এই আমি।
দন্ডদাতা বিচলিত হয়েছে কিনা
আদৌ জানা হয়নি,
আমি শুধু ছিলাম নির্বিকার গ্রহীতা।
নীলকন্ঠের অজস্র বদান্যতা
নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে হয়ে ফিরে এসেছে।
নীলবর্ণ হয়েছি কিছু আকুলতায় কিছু বা অবজ্ঞায়।

আতাকামায় অনেক অপেক্ষায় ভারি বর্ষণে যে ফুল ফোটে তার রংও নীল,
নীলকুরিঞ্জী পাহাড়েও অনেক অপেক্ষায় ফুল ফোটে তার রঙও নীল,
হ্যালারবাস অরণ্যের ফুলও নীল,
এ যেন, ভীষণ নীলের এক বিছানা!!
সেখানে নাম না জানা পতঙ্গের বিরহ-মিলন, কিছু বা প্রেমগুঞ্জন,
তার সাথে আমার দৃষ্টির নিরানন্দ সঙ্গ।

সমুদ্রের মেয়ে আমি,
অথচ
সমুদ্রে কখনো পা ডুবাইনি,
দূরে বহু দূরে তার হাওয়ায় অবাধ্য চুলে জট পেকেছিলো।
ভেবেছি বহুবার কেউ পিছনে আলতো হাত রাখুক,
জট পাকানো অবাধ্য সে চুল কোনো রকম বশে এনে খোঁপায় পরাক নীলকন্ঠ ফুল।

ফুলের মেয়ে

■ শ্যামল বিশ্বাস

১

সম্পর্কে আমার পিসি হয়। কিন্তু আগে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি তার সাথে। যেদিন প্রথম দেখা হলো সেদিন থেকেই সে আমার মনে গেঁথে রইল চিরকালের মতন করে। মনে মনে আমি ওর নাম দিলাম ফুলের মেয়ে। ফুলের মতই ওর মন আর হৃদয়ের কোমলতা।

তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। একদিন বিকাল বেলায় মায়ের সাথে গিয়েছিলাম এক আত্মীয় বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে। উঠান ভর্তি লোক সারি সারি বসে কলা পাতায় খাওয়াদাওয়া করছে। বাড়ি ঢুকতে বিশাল পুকুর। এক পাশে বৈঠকখানায় অনেকের সংগে আমি বসে আছি। সামনে ফুলের বাগান। তখন ফুলের মৌসুম। প্রায় সব বাড়ির উঠান ঘিরে গাঁদা ফুলের বাগান। নানা রং-এর ফুলের মধ্যে বড় বড় গাঁদা ফুল।

আমি ফুল ভালোবাসতাম। তাই এত রংবেরং-এর বড় বড় গাঁদাফুলে দেখে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ফুলের বাগানের পাশে এসে দাঁড়ালাম। এত বড় গাঁদাফুল ছুঁতে মন চাইছে। একটু ভয় ভয়ও লাগছিলো – যদি কেউ দেখে ফেলে আর কিছু বলে? দেখলাম, হঠাৎ একটা প্রজাপতি এসে বড় গাঁদা ফুলটার উপর বসলো। প্রজাপতি ধরার ছলে ফুলটিকে ছুঁয়ে দিলাম। ফুলটি আমার হাতের স্পর্শ দুলে উঠলো। আহা, কী সুন্দর স্নিগ্ধ কোমল! আমি দু'হাতে আলতো করে ধরলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল ফুলটিকে নিজের করে পেতে। কিন্তু ফুল ছিড়বার সাহস আমার হলো না।

পিছন থেকে বাম কাধে একটা হাতের স্নেহের স্পর্শ অনুভব করলাম। তাকিয়ে দেখে কেমন যেন লাজুকতায় ছেয়ে গেলে আমার মন। হাইস্কুলে পড়া আমার দিদির বয়সী একটি মেয়ে। অপরিচিত। আমি মাথা নিচু করে আড়ষ্ট হয়ে রইলাম।

মেয়েটি খুবই মিষ্টি স্বরে আমায় বললো – 'ফুল নেবে?'
মনে মনে ফুল নেবার ইচ্ছা থাকলেও তার মত অপরিচিতের কাছে তা জানাতে কেমন যেন দ্বিধা বোধ হল। কিছু না ভেবেই আমি উত্তর দিলাম, 'না, প্রজাপতি ধরছি।'
'আচ্ছা ঠিক আছে। বাড়ী যাওয়ার সময় তোমাকে আমি একটা ফুল দেব কেমন? এখন চল আমার সংগে তোমার মায়ের কাছে। মা তোমাকে ডাকছে।' – মেয়েটি খুব সুন্দর আদরভরা মিষ্টি সৌরভে।

বুঝলাম আমি না চিনলেও মেয়েটি আমাকে চেনে। তবে মনে হয় আমি তাকে এই প্রথম দেখছি। ফুলের সাথে তার স্নিগ্নতার একটা মিলও খুঁজে পেলাম। মনে মনে আমি তাকে 'ফুলের মেয়ে' বলেই মনে করে নিলাম।

আমার হাত ধরে স্নিগ্ধ স্নেহে মায়ের কাছে নিয়ে এলো খাবার খেতে। খাওয়ার এক ফাঁকে মায়ের কাছ থেকে জেনে নিলাম তার পরিচয়। সম্পর্কে আমার পিসিমা – নাম সন্ধ্যা রানী।

বাড়ি ফিরে আসবার সময় আমার কথা সে ভোলেনি - সেই বড় গাঁদা ফুলটা আমার হাতে

তুলে দিল। আমি কি যে খুশী হয়েছিলাম সেদিন! বাড়ি এসে একটা কাঁচের ফুলদানী ফুলটিকে রেখেছিলাম। তার মধুর কথা আর এমন উপহার আমার মনকে জয় করে নিল। কেমন করে সে আমার মনের কথা জানতে পেরেছিল অনেক ভেবেছি তা নিয়ে। কিন্তু সেই যে তার অন্তর সৌন্দর্য্যে আমার ছোট বেলার মন মুগ্ধ হয়ে গেল, সারা জীবনেও তা অনন্ত মধুরতা নিয়ে অমর হয়ে রইল।

পরদিন সকালে দেখলাম ফুলটি একটু এলিয়ে পড়েছে। জল পাল্টালেও কোন লাভ হল না। এরপর প্রতিদিন পাপড়িগুলো একটু একটু করে নির্জিব হয়ে শুকিয়ে যেতে লাগলো। খুব কষ্ট হল তবু ফুলটিকে দেখি প্রতিদিন। একদিন ফুলদানীর জলও শুকিয়ে গেল। ফুলটির মায়া ছাড়তে পারলাম না। যত্ন করে ফুলদানীতেই রেখে দিলাম।

বর্ষাকাল এলো। আমার ছোট ফুলের বাআনে দোপাটি ফুলের চারা গজিয়েছে। কী মনে হলো শুকনো গাঁদা ফুলইকে ফুলদানী থেকে তুলে হাতে নিলাম। পাঁপড়িগুলো ঝরে পড়লো হাতে। হাত ভর্তি পাঁপড়িসহ কালো বীজ গুলো ছড়িয়ে দিলাম আমার ছোট ফুলের বাগানে। সে বছর শত শত গাঁদাফুলে ভরে গিয়েছিল আমার বাগান। ফুলের মেয়ের কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম।

২

এরপর দীর্ঘ কয়েক বসন্ত পেরিয়ে গেল। সেন্ট পলস হাই স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপলক্ষে স্কুলের মাঠে স্টেজ করা হয়েছে। বিশাল প্যান্ডেলের নিচে মাঠ ভর্তি দর্শক-শ্রোতা। আমিও ছিলাম সে দর্শক-শ্রোতাদের একজন। এমন সময় মাইকে ঘোষণা এলো – এবার রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করছে – সন্ধ্যা রানী মন্ডল। হঠাৎ চমকে উঠলাম - এতো দেখি আমার পিসিমনি – ফুলের মেয়ে।

সেই প্রথম দেখার পর মাঝে আরো একবার দূর থেকে দেখেছিলাম ফুলের মেয়েকে। একদিন বিকালে হঠৎ তাকে দেখেছিলাম আমাদের বাড়িতে। আমার ছোটকাকা গানের মাস্টার – তার কাছে গানের তালিম নিচ্ছিলো। সেই দ্বিতীয়বার তাকে দেখে আমার মনটা খুশীতে নেচে উঠেছিলো। কিন্তু তার কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি না – সহজাত লাজুকতায় দূর থেকে তাকে দেখেছিলাম আর মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনেছিলাম। উপলব্ধি করেছিলাম - শুধু আন্তরিকতায় নয়, গুণেও সে অনন্যা।

আজ তাকে তৃতীয় বারের মত দেখলাম। স্টেজে গান পরিবেশন করতে। সে গাইলো – রবি ঠাকুরের গান –

> “আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে।
> সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥“

গানটি যে আমারও প্রিয়! তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। গানের গায়কিতে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম কীভাবে উদাস চোখে গান করছে সে। সত্যি মনে রাখার মত। এক মুগ্ধ ভক্তের মত আমি প্রার্থনা করলাম – আমার ফুলের মেয়ে যেন আজকেই এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে সবার সেরা শিল্পী হিসাবে অভিনন্দিত হয়।

একে একে অন্য প্রতিযোগিরাও গান গাইলো সেই অনুষ্ঠানে। কিন্তু আমার মনে বার বারই ধ্বনিত হতে লাগলো ফুলের মেয়ের কন্ঠে গাওয়া গান! এবার রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে। সন্দেহ ছিলা না - তবু গভীর উৎকন্ঠায় আমার অপেক্ষা। ঘোষণা এলো – প্রথম হয়েছে আমার ফুলের মেয়ে। কী যে আনন্দ আমার! এরপর দেখেছি স্কুলে প্রতি বছর সঙ্গীতের পুরস্কার আমার ফুলের মেয়ের হাতে উঠেছে। সে কিন্তু কখনো জানলো না – আমি তার একনিষ্ঠ অনুরাগী।

এরপর অনেক সময় পেরিয়েছে। স্কুল থেকে পড়াশুনা সমাপ্ত করে মোংলা ছেড়েছি। আরো কিছু বছর পেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছি। এরই মাঝে পিসিমার সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ও পরিচয় আরো ঘনিষ্ট হয়েছে আত্মীয়তার সূত্রে। এক সময় পিসিমা ঘরসংসার শুরু করেছে। স্বামী বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চাকরী করেন। নিজেও চাকরী করেন - দিগন্ত স্কুলের শিক্ষিকা। ছোট্ট সুখের সংসার নিপুন হাতে সাজিয়ে চলেছেন দুজনে। ইতিমধ্যে তাদের সংসারে এসেছে ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে – নাম তন্বী। দুজনের পরিশ্রমী হাতের স্পর্শে একখানি স্বপ্নের বাড়ীও গড়ে তুলছেন তারা। বিকশিত ফুলের মত এখন তাদের সুখী সুন্দর জীবন।

৩

জীবনের বসন্ত যখন সুখের সুবাতাস বয়ে আনছে তখন কেন জানিনা নিয়তির নির্মম ঝড়ে অনেকের জীবনের সবকিছু উলট-পালট হয়ে যায়। ঠিক তেমনই ঘটল আমার ফুলের মেয়ের। একদিন কঠিন সত্য নিষ্ঠুর হয়ে জানান দিলো - ফুলের মেয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত। সবার বুকে দারুণ হয়ে বাজলো এ সংবাদ। তাদের মেয়ে তখন দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রী - অত কিছু বোঝার বয়স তার না হলেও বুঝলো মাকে ছেড়ে তার থাকতে হবে দূরে অনেকদিন! সবার জন্য জীবনে দূর্দিনের ঘনঘটা। অপ্রত্যাশিত ভাবে সব কিছু কেমন পাল্টে গেল। হায়, ছন্দায়িত জীবনের এমন ছন্দ পতন কখনো কি মেনে নেয়া যায়?

তবু আশার সংসারে আশা উঁকি দেয় সান্তনা হয়ে। এখনকার দিনে প্রযুক্তির যুগে অনেক কঠিন ও দূরারোগ্য ব্যাধিও নিরাময় হচ্ছে। অনেক ক্যান্সার রোগীরাও ক্যান্সার মুক্ত হয়ে নিরাপদ জীবনে ফিরে আসছে। মনে আশা নিয়ে পিসিমার সম্পূর্ণ নিরাময়ের স্বপ্নে ঢাকার কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালে চিকিৎসার সকল রকমের বন্দোবস্ত করলেন তার প্রিয় মানুষটি – আমার পিসে মশাই।

বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে - দীর্ঘমেয়াদী কেমোথেরাপিতে শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এভাবে এক মাস পেরিয়ে গেল। হঠাৎ শরীরের আরো অবনিত হল। এবার আই সি ইউ-তে স্থানান্তরিত করতে হলো। জীবন যখন শুকিয়ে যায় প্রান্তে এসে হে জীবনদাতা তখন তুমিই একমাত্র ভরসা - আজ সবার প্রার্থনা সেই ভাগ্য দেবতার কাছে।

দিন চলে গেল, রাত পেরিয়ে সকাল হল। অধীর অপেক্ষার পর অবশেষে অবস্থার একটু উন্নতি হল – এবার আই সি ইউ থেকে পূনরায় বেডে।

চোখ মেলে কাউকে যেন খুঁজছে। শূন্য বুকের হাহাকার ডুকতে কেঁদে উঠলো – “মাগো, কই তুমি?” স্বামীকে পাশে পেয়ে বলছে, “আমার মেয়েকে এনে দাও তুমি।”

এদিকে আমার পিসে মশায়ও ঢাকা-মোংলা হাসপাতাল-অফিস ছুটাছুটি করতে করতে ভীষণ ক্লান্ত। নানা চিন্তায় তার মনে ও শরীরেও কখন যে অসুস্থতা দানা বাঁধতে শুরু করেছে কেউ বুঝতে পারেনি - বুকের বাম পাশটায় চাপ চাপ ব্যথা। কাউকে বলতেও পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতেও মেয়েকে ঢাকায় আনবার ব্যবস্থা করলেন। মেয়ে এলো মায়ের কাছে - মা মেয়েকে দেখলো মন ভরে। সেদিন এতটুকু মেয়ের উদাস মনটাকে অনুভবে জানলেও বুঝতে পারেনি তার ভিতর কষ্টটাকে।

হাসপাতালে প্রিয় মানুষটি যতটুকু সময় পান সংগ দেন। শিয়রে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে কথা হয় দুজনের। কত কথা, কত স্মৃতি – কত কথা তবু বাকী। আরো একটু সময় যদি পাশে বসা যেত! কিন্তু হায়, বিদায় নেবার সময় যে হয়ে এলো। মোংলা যেতে হবে দু'দিনের জন্য বেতন তুলতে ও ছুটি বাড়াতে। পিসে মশায় বিষণ্ন মুখে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মোংলা এসে বাড়িতে ছাদের উপর কী একটা কাজ করছিলেন পিসে মশায়। হঠাৎ হার্ট এটাক। হাসপাতালে আর যাওয়া হল না। না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি।

এতটুকু মেয়ের মনে আশা ছিল – মাকে বাবা ঠিকই সুস্থ করে তুলবেন অথচ সেই বাবা আজ হঠাৎ বিদায় নিলেন। একমাত্র ভরসা বাবাকে হারিয়ে ছোট্ট মেয়ের পৃথিবীটা হতাশায় ভরে গেল। চোখের জলে শ্রাদ্ধ-শান্তি পালন করে মায়ের সুস্থ হয়ে ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন কাটে তার।

৪

ওদিকে ঢাকায় হাসপাতালে স্বামীর মৃত্যুর খবর এখনো পিসিমনিকে জানানো হয়নি। ডাক্তারের নিষেধ – পাছে এতবড় শোক সইতে না পারে। তন্বীর পিসি-পিসেমশাই, আত্মীয়-স্বজন সবাই পালা করে হাসপাতালে আসছে পিসিমনিকে দেখার জন্য। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে প্রিয় মানুষটির জন্য সবার কাছে প্রশ্নের আকুতি –"ও কোথায়? দুই দিনের কথা বলে মোংলা গেল, আসছে না কেন?"

সবাই শেখানো উত্তর দিচ্ছে, "ছুটি পাইনিতো, নেভীর জাহাজে আছে – গভীর সাগরে গেছে – নেট ওয়ার্কের বাইরে – তাই যোগাযোগ হচ্ছে না। ইত্যাদি..."

বালিশে মাথা রেখে সীমাহীন নীরবতায় অপলক চোখে হয়তো তখন গভীর সাগর থেকে প্রিয় মানুষটির ফিরে আসার প্রতীক্ষায় মন প্রহর গোনে দিনের পর দিন। তবু সেতো আসে না। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে বালিশে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের বেডের পাশে আমি বসে। আমাকে ধরে একটু উঠে বসতে চাইলো। আমি পিসিমনির ডান হাতটা আমার দু হাতের মধ্যে নিলাম এবং উঠে বসলাম। মাথাটা এলিয়ে দিল আমার বাম কাঁধে। মনে পড়লো ছেলেবেলায় সেই যেদিন এই কাঁধে তার স্নেহের হাতের স্পর্শ পেয়েছিলাম – সেদিন আমাকে ফুল দিয়ে আমার কাছে "ফুলের মেয়ে" হয়ে আছে। আর আজ অনুভব করলাম সজল নয়নের অশ্রুধারা। চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে সেদিন বিদায় নিলাম আবার আসবো বলে।

প্রিয় মানুষটি যে চলে গেছে সে আর কখনো ফিরে আসবে না। তবু তার জন্য পিসিমনির অপেক্ষা। অপেক্ষার দিন যখন আর ফুরাতে চায় না তখন মন কতটা ব্যাকুল হয় তা না দেখলে বুঝতে পারতাম না। পনের দিন পেরিয়ে গেল। ডাক্তারের নিষেধ অবশেষে আবেগের কাছে হার মানলো – একদিন জানানো হলো তার প্রিয় মানুষটি আর নেই। এতবড় শোক সইবে কেমন করে? এতদিন যে আশার প্রদীপ জ্বলছিল জীবন-মৃত্যুর সাঝ আঁধারে হঠাৎ নিভে গেল সে আশার সব আলো। এত বড় আঘাত সইতে না পেরে সে রাতে নির্লিপ্ত চোখে শূন্যের দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র রজনীতে পিসিমনি দেহত্যাগ করে চলে গেলেন পরপারে।

পরদিন সকালে খবর জানতে পেরে আমরা সবাই স্তম্ভিত। সব শেষ। পিসেমশাই নেভীতে চাকুরীর সুবাদে ঢাকা অফিস থেকে গাড়ীর ব্যবস্থা হল।

শেষ যাত্রার জন্য সব প্রস্তুত। যত শীঘ্র মোংলার পথে রওনা দেওয়া যায়। ব্যাকুল হৃদয়ে "আমি একটু আসছি" বলে পাশের মার্কেটে ছুটে গেলাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সে দিকে আমার ভ্রুক্ষেপ নেই। মনে হল এ বৃষ্টি যেন পুষ্পবৃষ্টি – সেই পুষ্প বৃষ্টিতে ছুটতে ছুটতে একটা ফুলের দোকানে কিছু গাঁদাফুল পেলাম। মনে হলো বিধাতার দান – ফুলগুলো নিয়ে ছুটে এলাম। আমার ফুলের মেয়ের কফিনে উৎসর্গ করলাম। প্রার্থনা করলাম মনে মনে –

"চির শান্তিতে থেকো স্বর্গে, ভালো থেকো মেয়ে ---
আকাশের তারার মত সহস্র ফুলের মাঝে ফুলের রানী হয়ে।"

মাটি কাটা (এক্রিলিক পেইন্টিং)
শিল্পী – প্রদীপ নন্দী

এ ঘর আমার মাটির গড়া অনেক আমার আপন
বন্যা-ঝড়েও রাখতে উঁচু করেছি ভীষণ পণ।

পারিস কি বল

■ আফরোজা হীরা

পারিস কি তুই দস্যু হতে?
লুটে নিবি সময়গুলো,
যখন তখন হামলে পড়ে
উড়িয়ে দিবি জমাট ধুলো।

বহু বছর জমে আছে
বুকের পরে হৃদয় জুড়ে
একটুখানি বৃষ্টি হয়ে ঝরতে পারিস?
আকাশ ফুড়ে!

পারিস কি তুই মেঘের মতন
একটুখানি বাষ্প হতে!
চোখের পাতা ভিজিয়ে দিবি
ভালবাসার কোমল হাতে।

পারিস কি বল, সূর্য হতে?
শুষে নিবি আমার সকল ভান ভনিতা
আদর মাখা কঠোরতায়
সতেজ হবে মেহেদী পাতা।

একবার না হয় ঘূর্ণি হলি!
যখন আমি ঝরা পাতা,
তুলে নিয়ে ভেঙ্গেই তো দেখ
চূর্ণগুলি কেমন করে পূর্ণ করে- মনের কথা!

ঝরনায় সন্ধ্যাস্নান

■ অজিত কুমার কর

আমি তখন মত্ত স্নানে পাহাড়ি ঝরণায়
লাজে রাঙা হরিণী এক আমার পানে চায়।
দেখেই হেসে লুটোপুটি
পলাশ রাঙা ওষ্ঠ দুটি
লজ্জা কিসের আয় এদিকে জল ছিটাবি গা'য়।

আকাশের ওই চন্দ্র ছাড়া কেউ তো কাছে নাই
সূর্য কখন ডুবে গেছে তোরেই পেতে চাই।
করব দুজন জলকেলি
পরনে তোর হলুদ চেলি
স্বচ্ছ জলে পড়ছে ছায়া ব্যাকুল আমি তাই।

চাঁদের আলো পাহাড়-গায়ে জ্যোৎস্না ভরা বন
ঘাসের আগায় শিশির কণা ঝকমকে কেমন!
পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে
লাস্যময়ী কেবল হাসে
কী অপরূপ লাগছে আজি ওর কটিভূষণ।

নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি –

অনন্ত প্রেম – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাদল মাখা দিন

■ জে আর এ্যাগ্নেস

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে
আসছে বেঁধে দল,
পানির বুকে বৃষ্টি নাচে
মন করে চঞ্চল।

বাদল মাখা সারাটা দিন
উথাল পাথাল মন,
কাদা কাদা ভেজা মাটি
সবুজ ঘন শন।

রিম ঝিম বৃষ্টি যেন
বাজায় মনে বীন,
পেখম তুলে ময়ূর নাচে
তাধিনা ধিন ধিন।

পাতি হাঁস সুর তুলেছে
নাইবে বর্ষা জলে,
পাখ-পাখালি মনের সুখে
গাইছে বসে ডালে।

কালো মেঘ কাজল মেখে
সাজালো নীল আকাশ,
ভরা গাঙ্গে পাল উড়িয়ে
মেতেছে হিম বাতাস।

শুধুই স্মৃতি

■ দীপক রায়

কালেদের পুকুরে মিষ্টি জল
চারি পাড়ে তার আম বাগান,
স্নান করতাম ছেলের দল
গ্রীষ্মকালে জুড়াতো প্রাণ!

আমের সময় ভোর বেলা
জুটতাম এসে পুকুর পাড়ে,
আম কুড়ানো ছিলো খেলা
হঠাৎ মালিক পড়তো ঘাড়ে!

বুড়ি মালিক ভালো মানুষ
হম্বি-তম্বি কেবল মুখে মুখে,
ভলো-মন্দে তার ছিলো হুঁশ
ডাকতো আমাদের সুখে-দুখে।

আজকে সে সব শুধুই স্মৃতি
দিদা বুড়ি নেই এ জগতে,
শিশুকালের এক রঙিন গীতি
শ্রেষ্ঠ সময় তা আমার মতে!

[কালেদের <- কালিপদদের]

তুমিই আমার প্রিয়া

■ শেখ মোঃ সাইফুল্লাহ

পাইনা খুঁজে আজকে তোমায়
সাজাবো যে ফুল দিয়া
মনে রেখো আর কেহ নয়
তুমিই আমার প্রিয়া।

ভুল করে পথ ফাগুন এসে
ঘুমন্ত ঐ ফুলের দেশে
একটুখানি চুমু দিয়া
জাগায় তাদের হিয়া।
পাইনা খুঁজে আজকে তোমায়
সাজাবো যে ফুল দিয়া।

ফুলের সুবাস ফুলের বুকে
লুকিয়ে যেমন থাকে
ফুলের হৃদয় ছিন্ন করে
যায় কি পাওয়া তাকে?

তেমনি আমার ভালোবাসা
হয়তো রবে আকাশে লেখা।

নাইবা দুলাক তোমার হৃদয়
আমার প্রেমের হাওয়া
পাই না খুঁজে আজকে তোমায়
সাজাবো যে ফুল দিয়া।

ভালোবাসা

■ আসমা আক্তার কাজল

পাপের অন্ধকারে ডুবছে সমাজ
ডুবছে মানুষ, ডুবছে বিশ্বজগৎ
আকাশ-বাতাস দূষিত হচ্ছে
নষ্টামির বিষাক্ত হাওয়ায়।

এখন আর ভালোবাসা বলে কিছু নেই
আছে অন্ধকার, হাজারো ব্যথা,
ক্লান্তি, তৃষ্ণার্ত যন্ত্রণা
আছে ছটফট করে কাটানো
প্রিয় মানুষটির জন্য অজস্র রাত।

ভালোবাসা মানে হলো
প্রেমিকার শরীর ছোঁয়া,
ছোঁয়া ছোঁয়া খেলা করা
প্রেমিকার হৃদয় ছোঁয়ার নেই কারো স্বাদ।

এখন আর ভালোবাসা
নকশী কাঁথার মাঠে সঞ্চিত হয়না,
ভালোবাসা এতটাই সস্তা হয়ে গেছে যে
ভালোবাসার আগেই
সহস্রবার বলি ভালোবাসি।

প্রতিটা মুহূর্তে ভালোবাসার কাছে
ভালোবাসা ঠকছে,
ঠকে চলেছে প্রিয় সম্পর্কগুলো।
চলছে খেলা নিজের সাথে
নিজের প্রতারণা
কৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে
হৃদয় সমুদ্রে ফেলছে নোঙ্গর।

সে কথা কি কেউ ভোলে

■ মহানন্দ বিশ্বাস

একতলা ছাদে পাঁচটি কিশোর বসে বসে বই পড়ে
চঞ্চল মন, এদিক-ওদিক বেশ কিছুটা নড়েচড়ে।
চারিদিকে আলোবাতাস, চমৎকার খোলা,
পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাই একটুখানি আত্মভোলা।
কেউ বা দেখে আকাশ, আবার কেউ বা ছবি আঁকে -
কীভাবে সময় যায় চলে, কেই বা খেয়াল রাখে?
সাঙ্গ করে পাঠ – এবার বুঝি স্কুলের হয় বেলা
উঠতে তবে হবে, ঘুছল পড়া পড়া খেলা।

হঠাৎ জোরালো আওয়াজ আসছে ধেয়ে একটা বিমান
বুক ধড়-পড়, পড়বে বুঝি মাথার পরে যাবে সবার প্রাণ,
ভয়ে ভয়ে পড়ল ওরা শুয়ে। বুক কাঁপিয়ে ধড় উড়িয়ে
পশ্চিম হতে পূর্ব দিকেতে সটান গেল মাথার উপর দিয়ে।
হল প্রলয়, পাখায় পড়ল কাটা ডালপালা কয়েকখান
ঘুড়ির মত হাওয়ায় ভেসে চোখের আড়াল সেই বিমান।

বনের ধারে বসত যাদের, কেউ দেখেনি আগে কিছু এমন,
ডাকা-ডাকি, হাকা-হাকি চিৎকারে তাই উঠল ভরে গগন।
মায়েরা সব ছাদে উঠে ভয়ের চোটে নামায় সন্তান আপন
বলে, সময় হল স্কুলের, তৈরি হয়ে স্কুলে যা যে যার মতন।

বিমান খানা সি-প্লেন, প্লান ছিল নামবে জলের উপর
দূর্ঘটনা এক ঘটল - পড়ল মাঠে খেয়ে ভীষণ চক্কর।
লোকে বলে “খারাপ খবর” যায় ছুটে বাতাস যাবার আগে
খবর তাই এল উড়ে ঝড়ের বেগে আবীর মাখা রাগে।
বিমানখানি পড়েছে গিয়ে সাধুর মেলায় লক্ষ্মীখালী গায়,
কোথায় স্কুল? সবাই বলে, চল এখনি যাই সেথায়।
আজব জিনিষ দেখতে হবে দুচোখ ভরে, পরানটারে জুড়াই
জীবনটা ভাই ধন্য করি প্লেন দেখে, স্বার্থক তাকে বানাই।

দেখা গেল কেউ মরে নাই ঠাকুর কৃপায় সবাই আছে বেঁচে
সবই আছে ঠিক-ঠাক, প্লেনটা শুধু মাটি খুঁচে ঢুকে গেছে।
রিপেয়ার শুধু করলে হবে, জানাচ্ছে তাই অয়ারলেচে বারবার
উপায় একটা হবেই হবে, দুশ্চিন্তার নেই কোন দরকার।
একদিন পর, আরো একটা সি-প্লেনে এলো সরঞ্জাম আর ইঞ্জিনিয়ার
অবাক হয়ে দেখে সবাই – সাহবেরা করছে অচল প্লেন রিপেয়ার!

লোকের ভীড় দেখিয়া দোকানিরা তাবু টেনে দিল দোকান
হোটেল-রেস্টুরেন্ট – মিলছে সবই, সকলে করছে চা পান।
জুটলো সেথায় সকল কিছু – চাল, ডাল, তেল, মসল্লাপাতি
এলো আরো অনেক কিছু – মাছ মাংস ডিম দুধ চাপাতি।

বাঙালিদের কৌতুহলে মজা পেয়ে সাহেবরা তো হেসেই বাঁচে না
হট্টগোলের মাঝেও তারা শান্তভাবে রিপেয়ার করছে প্লেনখানা
সবাই মিলে প্লেনখানা ঠিক করিয়া নিল নদীতে
দাঁড়িয়ে পাশে গ্রামের সবাই দেখে আহ্লাদিত চিতে
সাহেবেরা খুশী ভীষণ, সিটে বসে পাইলটেরা স্টার্ট দিল
নদীতে একটুখানি চলার পরে সি-প্লেন গগনেতে উড়িল।

সেদিনের সেই বিমান দেখা আজকে বটে আজব ঘটনা
হঠাৎ বিমান এলে হেথায় গ্রামময় হোতো দ্রুত রটনা
ছুটত সবে কাজ ফেলে, সবাই উঠত মেতে শোরগোলে
সেদিন যারা প্লেন দেখেছে সে কথা কি কেউ আর ভোলে?

হাতের লেখার বাংলা খাতা

■ সত্যজিৎ রায় মজুমদার

হাতের লেখার বাংলা খাতায় কী লিখছে রুরু!
'সদা সত্য কথা বলিবে, গোপাল বড় সুবোধ'
সেসব কী আর তেমন করে এখন লেখে কেউ!
কৌতুহলে টেনে নিয়ে বাংলা খাতা তার
হঠাৎ ঝাপসা হয়ে ওঠে চোখ, লেখা সূক্ষ্ম সরু সরু।

বিয়াল্লিশ বছর আগে আমার খাতার জমিন,
অবাক ভালোবাসায় ক্রমাগত যাচ্ছিল ভরে
দিন-মাস-বছর আত্মিক বর্ণমালায় যেন বা আইন;
আশ্বিনের আকাশ-পৃষ্ঠা, আকাশের নীল
এই মাটি, মাটির প্রতিশ্রুত প্রগাঢ় উর্বরতা
মায়ের কোলের সুখে লক্ষকোটি শিশু-মুখ হাসি
ভরে যাচ্ছিল সাতকোটি বাঙালির মন
শুনে শুনে পড়ে পড়ে লিখে লিখে স্বপ্ন-জাগরণ
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

জলভরা চোখে দেখি সন্তানের খাতা জুড়ে সীমান্ত নদী
সেখানে বৈঠা বায় সমলয় জীর্ণ মলিন বাস ক্রন্দনের হাসি
মুক্তিযোদ্ধা এক, নিষ্পলক, হাতে বৈঠা পিঠে রাইফেল।
দেরাদুনে প্রথম ফলইনে কুয়াশায় টানটান বুকে রেখে হাত
গেয়েছিল সমুদ্র সমতল থেকে বহু উচ্চে মেঘের মায়ায়
উলের ওভারকোট গিয়েছিল ভিজে যেন বিদ্ধ শক্তিশেল
যখন গেয়েছে তারা, ছিঁড়ে মর্মের বত্রিশ বাঁধন বেদনায়
'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।'

আদর্শ

■ মৃণালকান্তি দত্ত

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ফুরিয়েছে...
আয়নার সামনে দাঁড়ালে,
নিজের মুখ দেখতে পাই না...

চোখের ভেতর সহজ ঘুম মরে মরে
স্বপ্নগুলো সরলতা হারিয়েছে...

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই ভুলে যাই
কাকে দেখতে চাই!
আত্মাকে নাকি আত্মজকে...

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা ফুরিয়েছে
চোখের ভেতর মরা আত্মা...
স্বপ্নে আত্মজ এখনও খোলে নি চোখ

আয়নার সামনে দাঁড়ালেই
ভয় করে চোখ খুললেই
মুখোমুখি আর এক আমার চোখ!
অনুসরণ করবার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে
অপেক্ষা করে আছে।
অথচ সহজ ঘুম গুলো মরতে মরতে ...!

নিরালয়

■ নরেন্দ্র ব্রহ্ম বৈরাগী

এসো, কাছে কাছে এসো, আরো আরো কাছে,
যাবার বেলায় কিছু দিতে সাধ আছে।
নেবোনা কিছুই, সুধু সুখী হ'য়ে নিতে
যদি পারো হাসিমুখে - তবে আর দিতে
জেনো রহিবেনা বাকি। আঁধারের পাখি
ওই কুলায়ে ফিরিছে; চখা আর চখী
নিরালায় বসি ওরা মগ্ন-মুগ্ধ প্রাণে
চেয়ে আছে মুখোমুখী এ-উহার পানে।

এখন দুজনে শুধু শুধু চেয়ে থাকা,
আর কিছু নাই বলা, নাহি কিছু ঢাকা।
মুখ তোলো, কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকো,
যা কিছু দিলাম এই নাও, তুলে রাখো।
ভালোবাসা এরি নাম, আমিও নিলাম
যা কিছু পেলাম না, যা কিছু পেলাম।

শীতের আমেজ

■ জগন্নাথ কৈরী

জাগল প্রাণে শীতের ছোঁয়া
উথাল হল মন ,
বিলাস ভোজন ভালোই হবে
আমরা করবো ভ্রমণ।
একটি কথা বারে বারে
জাগিয়ে তোলে মন,
এমন শীতের আমেজটা
আর থাকবে কতক্ষণ ?

খোদা বকসের জেবোন বেত্তান্ত

■ হারুন-অর-রশীদ খান

(খুলনার দক্ষিণাঞ্চল ও সাতক্ষীরার আঞ্চলিক ভাষায়)

হোটাৎ সেদিন ডুমোরের হাটে
দিকা হুলো খোদা বকসোর সাতে
আমি তো উবাক!
খোদা বকসো একোনও জোন খাটে?
এগুয়ে গে কুলাম - ও ভাই, ভ্যালাচো?
খোবর কি? দিনকাল কিরাম চুলতে?

আমারে পায়েপ্পর জোড়ায়ে ধুরলো;
- "আঙ্গা কোতা আর কুয়ো না ভাই!"

আমি কুলাম - ক্যান কি হুয়েচ?
দ্যেশের উন্নতি হোতেচ;
তা তোঙ্গা দিনকাল ফিত্তেচ না?

খোদা বকসো কুলো -
"ভাইগো, উন্নতি কি সোবার হয়!
আঙ্গা আহাসের উচ্চতা ব্যেড়ি য্যেতেচ,
চাঁন সূর্যির দিকা নি
আমাবস্যের কোতা বাদই দেলাম;
চাঁন্নি গোনেও জোছনার নাগাল নি।
নাস্তায় চিনা মানষির সাথ দিকা হোলিও
কোতা কয়না সিরাম ইট্টা
ভিটে বাড়ি যা ছ্যেল তাতো আইলায় খ্যায়;
জন খ্যাটে কি আর দেড়ি কুরা যায়?"

- ভাবির খোবর কি?

"আর কুইয়ো না ভাই!
ফুলজানের সুকালে জ্বর জ্বর বিকোলে গা বমি
এট্টার পর এট্টা ন্যেগেই আচ।
নুনু বাছা ভ্যোরদিন ঘ্যেনোর ঘ্যেনোর কত্তিই আচ,
সুক শান্তি নি রে ভাই! সব খ্যায় হুয়ে গেচ ;
গোনমুক, মাজার বিথানি জোন দিতিচ।"

আইলার পর তোমরা সুরকারী সায্য পাওনি?

--"আর কুইয়োনা ভাই!
তিলা মাতায় সোগুলি ত্যেল দ্যেয়
আতিলা মাতায় দেবার নোক নি।
গরমেন্ট সায্য যা দ্যেয়
যে যার মোতোঙ নুটেপুটে খায়।
আইলার পর টাকা আইয়েলো, চাল আইয়েলো,
ঘর বান্দার টিন আইয়েলো; সপ কি আর দ্যেয়!
হোন্ডা, শন্ডা, পান্ডা সব ভাগেজোগে ন্যেয়;
চাটার দলেগা প্যেট ভরে চ্যাটে খায়!"

খোদা বকসোর কোতা শুনে অবাক হুলাম!
পোরানের মদ্যি বিতাল কষ্টো পালাম।
কি আর কবো; চুক মেরে নলাম!

(হোটাৎ < হটাৎ, ডুমোরে < ডুমুরি, দিকা < দেখা, জোন < হাট থেকে কেনা কাজের লোক, কুলাম < বললাম, কিরাম < কেমন, ভ্যালাচো < ভালো আছো, পায়েপ্পর < পাওয়ার সাথে, কোতা < কথা, খ্যায় < শেষ, দেড়ি < সঞ্চয় করা, নেগেই < লেগেই, নুনু বাছা < শিশু, বিথানি < ব্যথা নিয়ে, নুটে < লুটে, চুক < চুপ)

বাংলাদেশের চাষী

■ জয়ন্তী মন্ডল

আমার বাংলাদেশের চাষা
পুরায় মোদের মনের আশা
রোদ বৃষ্টি-ঝড় মাথায় নিয়ে
জমি চষে লাঙ্গল দিয়ে।
ফলায় মাঠে সোনার ফসল,
মনটা তাহার অতি বিমল
সবাইকে করে খাদ্য দান
সেইতো রাখে দেশের মান।

তবু অনেক দুঃখ তাহার
ঋণ মিটিয়ে থাকে না আর
অভাবে পায় না খুঁজে দিক
দিকহারা নাইকো কিছু ঠিক
কষ্ট-দৈন্যে মনে ব্যথা
জীবন তাহার দুঃখ কথা
দুশ্চিন্তা সব মাথায় ঢোকে,
অন্ধকার সে দেখে চোখে।

দিও না ফাঁকি তাকে কেহ,
তাহার ঘাম গড়ে তোমার দেহ,
সবার মুখে ফোটায় হাসি -
আমার বাংলাদেশের চাষী।

মা ও ছোট্টবেলা

■ সুলতানা আক্তার বিথী

হাঁটি হাঁটি পথ চলেছি
হাত রেখে মা তোমার হাতে
গুঁটি গুঁটি পায় কি একা
চলা যেত দিনে রাতে!
মাগো, তুমি নিরাশাতে
জ্বালতে আশার শুভ্র আলো,
ক্ষুধা পেলে খাবার দিতে
করতে আদর বাসতে ভালো।
তোমার আঁচল কতই শান্তির,
মুখ লুকিয়ে ভয়কে হেলা,
তোমার যত্নে নির্ভাবনায়
বেড়ে উঠা ছোট্ট বেলা।
কাল গিয়েছে চলে, তবু
স্মৃতির মাঝে খুঁজি সাড়া,
সেদিনের সেই আদরগুলো
মনকে আজও দিচ্ছে নাড়া।

বিপর্যস্ত পরিবেশঃ লোনা জলে সোনা

■ নরেশ চন্দ্র হালদার

নীল চাষের কথা কারো অজানা নয়। ব্রিটিশ শাসনামলে এ দেশে নীলের চাষ হতো। ধানের পরিবর্তে জমিতে চাষ করতে হতো নীল। ফলে সাধারণ কৃষকের ঘরে হাহাকার লেগে থাকত। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়েছে। এ দেশে আর কোথাও নীলের চাষ হয় না। একটা মাত্র নীল গাছ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সোনার বাংলার মাঠ ঘাট এক সময় সোনালী ধানে ভরে থাকত। কৃষকের মুখে লেগে থাকতো সদাই হাসি। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ যেন আজ রূপকথা। এ যুগের ছেলে-মেয়েরা এগুলো বিশ্বাস করতে চায় না। এখন আর কৃষকের ঘরে গোলা ভরা ধান নেই, গোয়াল ভরা গরু নেই, নেই পুকুর ভরা মাছ। অথচ এখন থেকে মাত্র বিশ-পঁচিশ বছর পিছনে গেলে এর সবই ছিল। বাংলার ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব হতো। পিঠা-পায়েসের ছড়াছড়ি ছিল। ছিল মানুষে মানুষে সৌহার্দ আর সম্প্রীতির ভাব। এখন সবই অনুপস্থিত।

চৈত্রের কাঠ ফাটা রোদে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। সূর্যের প্রখর কিরণ মাটির গভীরে প্রবেশ করে জমিতে শক্তি সঞ্চার করে। সৌরশক্তি মাটিতে স্থিতিশক্তি রূপে বিরাজ করে। বৃষ্টির পানির সৃষ্টিশীল শক্তি নাড়া (ধান কাটার পরে তার অবশিষ্ট যে অংশ ক্ষেতে পড়ে থাকে) পচিয়ে জমিকে উর্বর করে; আর তার সাথে গোবর সারের বাড়তি পাওনা। সব মিলিয়ে বিঘা প্রতি যে ফলন আসতো তাতে গরীব কৃষকের সারা বছরের অন্নের সংস্থান হয়ে যেত। খোলা মাঠের সবুজ ঘাস খেয়ে গরু-মহিষ-ছাগলগুলো হয়ে উঠতো তরতাজা। সবকিছু মিলিয়ে একটা সুখকর অবস্থা বজায় থাকতো।

কিন্তু এ সুখ চিরস্থায়ী হয় নাই। একদিন শুকনা মাঠে প্রবেশ করে লোনা পানি। ডুবে যায় সমস্ত মাঠ ঘাট। গরুগুলো গোয়ালে ওঠে। খাদ্যের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে এক সময় মারা যায়। কৃষকের ছেলের দুধ-ভাত খাওয়া জোটে না। লোনা পানি আটকে রেখে শুরু হয় চিংড়ি চাষ। জমিতে আগের মত ধান হয় না। নদী, খালের স্রোত কমে যায় - পলি জমে জমে সেগুলো নাব্যতা হারায়। বদ্ধ লোনা পানির প্রভাব পড়ে গাছপালার উপর - আস্তে আস্তে মারা যেতে থাকে। ছায়াশীতল গ্রামগুলো পরিণত হয় বৃক্ষহীন গ্রামে। পুকুরে আর আগের মতো মিষ্টি পানির মাছ হয় না। লোনা পানিতে চারিদিক একাকার। বৃক্ষশূন্য গ্রামগুলোতে গেওয়া গাছের ছড়াছড়ি।

চিংড়িতে প্রচুর পয়সা। এক টাকায় পঞ্চাশ টাকা লাভ। মাত্র তিন মাসে পাওয়া যায় এ লাভের টাকা। বছরে দুইবার এ লাভের টাকা ঘরে আসে। সেই সাথে বাড়তি পাওনা সাদা মাছ। সব মিলিয়ে লোনা জলে সোনা ফলার মতো অবস্থা। রাতারাতি অনেকে এ পেশায় ঢুকে পড়ে। শুরু হয়ে যায় ঘেরের পর ঘের। বড় ঘের, ছোট ঘের, পকেট ঘের, পুকুর ঘের ইত্যাদি,

ইত্যাদি। কোথাও মিষ্টি পানির দেখা নেই। রাতে আর বাড়ীতে ঘুমানোর মতো অবস্থা নেই। লোনা জলের সোনা তুলতে ঘেরের পাশে তুলতে হয় গৈ ঘর। সেখানে রাত্রিযাপন আর রাত জাগা। কয়েক বছর যেতেই ঐ মানুষগুলোর বয়স অনেক বেড়ে যায়। টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে এক সময় ঐ মানুষগুলো অমানুষ হয়ে যায়। তারা আপন ভাইকেও আর বিশ্বাস করতে চায় না। হয়ে ওঠে স্বার্থপর আর মিথ্যাবাদী। ঘেরে লাভ হচ্ছে না, আসল টাকা উঠছে না, ভাইরাস লেগে সব মাছ মরে গেছে, অনেক টাকা দেনা করেছি, ইত্যাদি হরেক রকমের মিথ্যা কথা। এত লোকসানের পরও কেউ বলছে না আর চিংড়ি চাষ করবো না, এখন থেকে ধান চাষ করবো।

লাভের কথা ভাবতে ভাবতে পরিবেশের কথা আর ভাবার সময় নেই। গ্রামের কৃষক আজ হাল চাষ করতে ভুলে গেছে। তাদের গোয়ালে আর গরু নেই, বাড়িতে গোলাভরা ধান নেই। ধান না থাকার দরুন ঢেঁকির প্রচলনও আজ উঠে গেছে। মেয়েরাও ধান ভানতে ভুলে গেছে। যে গ্রামে এক সময় প্রত্যেক বাড়িতে ঢেঁকি ছিল, সে গ্রাম আজ ঢেঁকিশূন্য। পিঠা পায়েসের চাল কুটতে আজ কলে যেতে হয়। চিড়া কিনতে যেতে হয় দোকানে। চাল, চিড়া, মুড়ি, মোয়া, কুড়া সবই এখন দোকান থেকে কিনে আনতে হয়।

মোটকথা, গ্রামীণ জীবনে এসেছে আমুল পরিবর্তন। মাছ চাষীরা এখন মটর সাইকেলে যাতায়ত করে। ভ্যানের পাশাপাশি নসিমনের প্রচলন বেড়ে গেছে বহুগুণ। শব্দদূষণ সৃষ্টিকারী এ যন্ত্রযানে মাছ চাষীরাই বেশি যাতায়ত করে। দ্রুততম সময়ে বরফের মাছ আনা নেওয়ার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। বিরক্তিকর শব্দ সৃষ্টিকারী এ যানগুলো সাধারণ পথচারীর বিরক্তি উৎপাদন করে মুখের সামনে একরাশ কালো ধুয়া ছিটিয়ে দিয়ে মুহুর্তেই উধাও হয়ে যায়। কালো ধূয়া সৃষ্টিকারী এসব যান পরিবেশের যে কতটা ক্ষতি করছে তা পরিবেশ সচেতন জনগণ ছাড়া আর কারও মাথায় আসছে না।

লোনা জলে সোনার সুফল মুষ্টিমেয় লোক পেলেও বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে গ্রামের অবহেলিত কৃষক সমাজ। তারা আজ তাদের পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। দিনে দিনে হয়ে পড়ছে পরনির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মুষ্টিমেয় লোক সম্পদশালী হলেও গরীবের সংখ্যা দিনে দিনে বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদশালী লোকগুলো তাদের সম্পদ নিয়ে এক সময় শহরে পাড়ি দিলেও সাধারণ জনগণ নষ্ট পরিবেশের শিকার হয়ে কষ্টে দিন কাটাতে গ্রামেই থেকে যাবে।

অনামিকা

■ সাজ্জাদ হোসেন

সেই কবে দেখা হয়েছিল কোন এক বসন্তের পড়ন্ত বিকেলে,
নদীর ধারে শিমুল তলে কোকিলের কুহুতানে মায়াবী শাড়ির আঁচলে।
নির্জন নিরালায় ভরদুপুর রাত্রি বেলায় -
কূজনে মহুয়ার বনে দিগন্তের নীলিমায় শুধু চোখ ইশারায়।
যেখানে সবুজ পাতার ফাঁকে তোমায় আমার অভিসারী মিলনে,
অপলক নেত্রে মুচকি হেসেছিল বাসন্তী জোছনার আলো।
আর তুমি আমি সরোবরের জলে উত্তরি তলে মধুময় কুঞ্জবনে -
বিমুগ্ধ নয়নে নীরব চেয়ে ছিলাম দুজন দুজনার মুখপানে।
হাজার বছরের না বলা কথা আর শাশ্বত আকুতি -
হৃদয়ের জনম জনম স্বপ্ন আঁকা ছিল সেই অপলক নয়ন তারায়।
বড্ড মনে পড়ে অনামিকা সেই কুহু ডাকা সুদূরিকা -
দেবদারু বনে দুরু দুরু বুকে ঘন নিশ্বাসে বিমুর্ত স্বর্গের প্রশান্তির কথা।
নরম আঙ্গুলের ফালতু ছোঁয়ায় তোমার চিবুক, ঠোঁট, গন্ড, কপালে
কত বন-পাহাড়-নদী-সাগর ঢেউ তুলেছিলাম অজান্তে হৃদয় আঙ্গিনায়।
সমুদ্রের নীরব গর্জনে শুধু দুজনে একান্তে সিক্ত অভিলাষে কত কাছে -
স্বপ্নের মহীসোপানে পাল তুলে একান্তে হাওয়ায় ভেসেছিলাম গোপনে।
তোমার আমার হাতে হাত; চোখে চোখ; নক্ষত্র প্লাবিত রাত -
শুক-সারি অভিসারী, কেটে গেছে দোদুল্য স্বপ্নিল তরঙ্গ এক খেয়ায়।
তোমার সলাজ মুখ মৌনতায় দূর্বাঘাসের মত বুক পেতে -
আজন্ম নীরবে ভালবেসে আমায় যেন করেছিল আরাধ্য দেবতায় বরণ।
মাধবী লতার আলতু জড়িয়ে দুহাতে সঁপেছিলে হৃদয় আঙ্গিনায়।
অনামিকায় বেঁধেছিল ভালবাসার বেদিতে হাজার বছরে স্বর্ণলতার শিকলে।
তবুও অক্ষয় হল না বাঁধন, আজন্ম সার দুজনের কাঁদন,
দমকা বাতাসে বিনিসুতোর মালা ছিঁড়ে গেল চিরতরে।
বিধি বাম; মানুষ বড় নিরুপায় - আশার সমাধি বিলীন হতাশায়,
ভাবনার আকাশে মেঘ ছিল না কভু হায়, তবুও নরক পেল সেথা ঠাঁয়।
ভেঙে খানখান হল মহাস্বপ্ন, আজন্ম ছিঁটকে গেল দিগন্তের দুপ্রান্তে।
ভালবাসার উচ্ছিষ্ট দেহ আর তিলে গড়া স্বপ্নরা চিতানলে অঙ্গার।
আজ তুমি আছ; আমি আছি; দেহ আছে, শুধু কালগর্ভে স্বপ্নের সমাধি।
সময় বড় কষ্টের অনামিকা; আজীবন শুধু পথ চেয়ে থাকা আর বৃথা স্বপ্ন আঁকা,
দুজনে কত কাছাকাছি; তবু তোমার আমার এ জীবনে হবে না আর দেখা।

সৎ কাজ

■ লামিয়া আক্তার, ৪র্থ শ্রেণি
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

করো তুমি সৎ কাজ
সৎ ভাবে চলো,
মিথ্যার পথ ছেড়ে
সত্য কথা বলো।
মিথ্যায় পাপ ভরা,
আর প্রতারণা,
এই সব কাজ ভাই
কখনো করো না।
বিপুল ক্ষতি করে
মিথ্যা ও পাপ,
সমাজের জন্যও তা
মহা অভিশাপ।
তাই এসো সৎ হই
ভালো কাজ করি,
ন্যায় কথা বলি আর

আত্ম শুদ্ধি

■ মুক্তা আক্তার, পরীক্ষার্থী ২০১৯
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বর্ষ শেষ হলে পুরাতন ভুলে
বৈশাখ আসে নতুন বার্তা,
নতুন খুশি নিয়ে।

যা কিছু নিঃস্ব, পুরাতন, মলিন
যা কিছু নষ্ট, ভুলে ভুলে ভরা
সব কিছুকে পিছনে ফেলে,
নতুনকে নিয়ে নবীনের পথে
শুরু হয় শুভ যাত্রা।

হৃদয়ের মাঝে যত পাপ আছে
সব যাক ধুয়ে মুছে;
ঘুষ, প্রতারণা, যত অবিচার-অন্যায়
সবকিছুকে ফেলে এসো ধরি হাত।
এসো আজ সবে, ভেদাভেদ ভুলে
সংকীর্ণতা-সমালোচনার উর্দ্ধে উঠে
নিজেকে শুদ্ধ করি।

বাংলা আমার প্রাণ

■ **ইলমা আক্তার পূর্ণিমা, ৯ম শ্রেণি**
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বাংলা আমার স্বপ্ন আশা
বাংলা আমার প্রাণ,
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
গাইবো বাংলার গান।
মায়ের ভাষা প্রাণের ভাষা
তোমায় ভালোবাসি,
আমার প্রিয় বর্ণমালা
লক্ষ মায়ের হাসি।
প্রভাত বেলায় রবির হাসি
রাতে তারার মেলা,
হাসনা হেনা সুভাষ ছড়ায়
হিম কুয়াশার খেলা।
শহীদ মিনার সাজাই আমি
রক্ত রাঙ্গা ফুলে,
শহীদ ভাইদের গর্বে আমার
চিত্ত ওঠে দুলে।

মা

■ **সামিয়া আফরিণ পুষ্পি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি**
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

মা আমার চোখের মনি
মা আমার সব,
মা ছাড়া কোনকিছু
হয় না অনুভব।
মা আমার দূরে গেলে
মনটা কেমন করে,
মা আমার কাছে এলে
বুকে রাখে ধরে।
আদর সোহাগ দিয়ে মা
বড় করে তোলে,
ধন্য আমার জীবন মাগো
জন্ম তোমার কোলে।

শিক্ষার্থীদের পাতা -----

ফুলের সুবাস

■ জান্নাতুল নাইস ইভা, ৯ম শ্রেণি
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

ফুল বলে ভাই তোমরা আমার
সুবাস নিতে চাও?
আমায় তোমরা ছিড়ো না ভাই
সুবাস নিয়ে যাও।
গাছের ফুল গাছে মানায়
ছিড়ো না আমায় তাই,
ফুলকে ছিড়ে ফেলে দিলে
কষ্ট লাগে ভাই।
ফুলেরও একটা জীবন আছে
তা কি তোমরা জানো?
জানলে তোমরা ফুলকে আর
ছিড়বে না কখনো।
ফুলের সুবাস পেয়ে ভ্রমর
আসে হেলে দুলে,
ফুলের মধু খেয়ে তারা
পালিয়ে যায় চলে।

আমার স্কুল

■ স্বর্ণা আক্তার, ৭ম শ্রেণি
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

স্কুল, স্কুল, স্কুল
স্কুল মোদের ঘর,
স্কুলেতে থাকি মোরা
সারাদিন ভর।
স্কুল আমার পড়ার সাথি
স্কুল আমার সব,
স্কুলেতে যাওয়া আমার
খুশির অনুভব।
স্কুল আমার খেলার সাথি
জানেন অন্তর্যামী,
স্কুলেতে শিক্ষার আলোক,
হয়েছি ধন্য আমি।

বৈশাখ এলো

■ মনিরা আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বৈশাখ এলো, বৈশাখ এলো
খুশির আভাষ নিয়ে,
বৈশাখের ঐ আনন্দেতে
মন যায় দোলা দিয়ে।
বৈশাখেতে চারিদিকে
নানা রঙের বাহার,
রঙ বাহারি সাজে সেজে
খুশিময় সংসার।

আমার মা

■ আসমানি, ৮ম শ্রেণি
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

মাগো তুমি কোথায় গেলে
জানতে ইচ্ছে করে,
তোমার কথা মনে হলেই
অশ্রু চোখে ঝরে।
আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে
নিতে আমায় কোলে,
সেই স্মৃতিতে আজো মাগো
যাইনি তোমায় ভুলে।
আদর স্নেহ মমতা তোমার
আছে হৃদয় জুড়ে,
তোমায় এখন খুঁজে খুঁজে
ঘুরি অচিন পুরে।

মাতৃভূমি

■ চাঁদনী আক্তার, ৪র্থ শ্রেণি
মোংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

এ দেশ আমার মাতৃভূমি
আমার ঠিকানা,
এরই বুকে ভালোবাসার
আছে নিশানা।
এই মাটিতে জন্ম আমার
আলো বাতাস পাই,
অন্ন জলে বড় হলাম
তারই আদর পাই।
দেশের প্রতি ভালোবাসা
বাড়ুক সবার মনে,
তার কল্যাণ করতে হবে
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
এই দেশেতে জন্মেছি তাই
আমার অনেক গর্ব,
এর সম্মান কোনভাবে
হয় না যেন খর্ব।

শিক্ষার্থীদের পাতা -----

পক্ষী জুটি

শিল্পী – আদৃতা খাঁড়া, বয়স - ১৩ বছর, ৭ম (ডি) শ্রেণি
সেন্ট গ্যাব্রিয়েল হাই স্কুল, কাজিপেট, তেলেঙ্গানা, ভারত

পিকনিক

শিল্পী – প্রিয়াশা ভৌমিক, বয়স - ৯ বছর, ৪র্থ শ্রেণি
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আইআইটি, পাওয়াই, মুম্বাই, ভারত

শিক্ষার্থীদের পাতা -----

গায়ের পথ

শিল্পী – তীর্থ মন্ডল, একাদশ শ্রেণি
বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, দিগরাজ

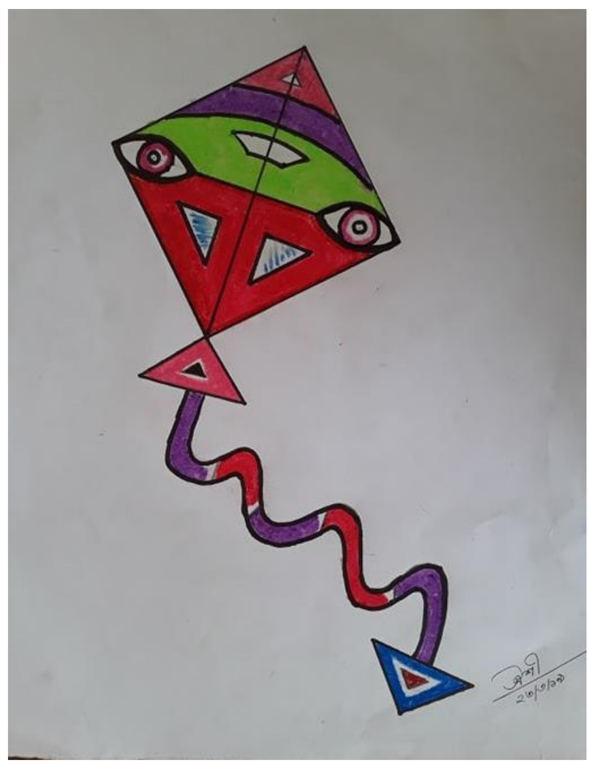

ঘুড়ি

শিল্পী – ঐশী আক্তার, ৭ম শ্রেণি
সেন্ট পলস হাই স্কুল, মোংলা

শিক্ষার্থীদের পাতা -----

পদ্মফুল
শিল্পী - মুসফিকা রহমান মাহি, ৭ম শ্রেণি,
সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়, মোংলা

গ্রাম
শিল্পী - রোষান, ৩য় শ্রেণি
নৌ পরিবার শিশু নিকেতন, মোংলা

শিক্ষার্থীদের পাতা -----

সূর্যোদয়
শিল্পী - সাইমা আক্তার, ৭ম শ্রেণি
সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়, মোংলা

বাঘ
শিল্পী – ঐশী, ১ম শ্রেণি
নৌ পরিবার শিশু নিকেতন, মোংলা

বিজ্ঞপ্তি

আপনি কি মোংলা-রামপাল এলাকার একজন লেখক, কবি, সাহিত্যিক, বা সাহিত্যানুরাগী, বা চিত্রশিল্পী?

আমরা মোংলা-রামপাল এলাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে প্রয়াসী হয়েছি। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে এই এলাকার লেখক/কবিদের গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, আত্মকথা (যার সাহিত্যিক অথবা ঐতিহাসিক মূল্য আছে), ছবির সংকলন, ইত্যাদি সংগ্রহ করছি। এ সবের উপর আপনার কোন গ্রন্থ বা পান্ডুলিপি থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার অপ্রকাশিত গ্রন্থ বা পান্ডুলিপি ই-প্রকাশের ব্যবস্থাও করতে পারি।

ই-মেইলে যোগাযোগ - jonaki.mongla@gmail.com

আহ্বান

জোনাকি-র আগামী সংখ্যা আরো তিন-চার মাস পর প্রকাশিত হবে এমন আশা করা হচ্ছে। আগামী সংখ্যার জন্য লেখা বা ছবি জমা দিতে হবে ৩০শে নভেম্বর ২০১৯-এর ভিতর। সবাইকে আমরা লেখা পাঠাতে আহবান জানাচ্ছি।

লেখা যে কেউ জমা দিতে পারবে। মোংলা-রামপাল অঞ্চলের লেখকদের প্রাধান্য থাকলেও সবার লেখা সমান গুরুত্ব পাবে জোনাকিতে প্রকাশের জন্য। আঞ্চলিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে আমরা সবার নিকট থেকে লেখা আহবান করছি। লেখা সাহিত্য বিষয়ক হতে হবে। গল্প-কবিতা ইত্যাদি লেখার সৎ-বাসনা থেকে যারা যাই লিখুন না কেন, নিতান্ত প্রকাশের অযোগ্য না হলে আমরা তা গ্রহণের বাসনা ব্যক্ত করছি। লেখার বা ছবির সাথে যোগাযোগের জন্য ই-মেইল পাঠাবেন – নতুবা লেখা প্রকাশে বিলম্ব হতে পারে বা অপ্রকাশিত থেকে যেতে পারে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের অভাবে।

প্রতিষ্ঠিত কবি/সাহিত্যিক ও লেখকদেরকেও আমরা লেখা পাঠাবার আহবান জানাই। আপনাদের লেখা নতুন বা প্রয়াসী লেখকদেরকে উদ্বোধিত করবে।

যোগাযোগ ও লেখা পাঠাবার ই-মেইল - jonaki.mongla@gmail.com

সমাপ্ত